প্রথম আলো

বাংলাদেশ

ওদের স্বপ্ন পূরণ হবে তো

বিজ্ঞাপন বার্তা ঢাকা

থ্যালাসেমিয়া রোগী ফাইজা, বয়স ১৩ বছর, ছবি : বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন সংগৃহীত

ফাইজা হঠাৎ একদিন খুব অসুস্থ হয়ে যায়। তখন তার বয়স মাত্র দুই বছর। ফাইজার মা সেলিনা বেগম তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে শিশু হাসপাতালে যান। রক্ত পরীক্ষা করার পর ধরা পড়ে থ্যালাসেমিয়া।

থ্যালাসেমিয়া রোগটা কী তিনি আগে জানতেন না। মনে করেছিলেন অন্য যেকোনো রোগের মতো কিছুদিন ওষুধ খেলে আর চিকিৎসা করালেই বোধ হয় ঠিক হয়ে যাবে। তার ভুল ভাঙল যখন তিনি জানতে পারলেন যে এই রোগীকে প্রতি মাসে রক্ত নিতে হয় এবং এ প্রক্রিয়া আজীবনের। মায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল।

সেদিন ফাইজার বাবা তাদের সঙ্গে থাকতে পারেননি। তিনি সৌদি আরবে ব্যবসা করেন। প্রতিবছর দেশে আসতে পারেন না। সেই সামর্থ্য নেই। তাই চার থেকে পাঁচ বছর পর পর আসেন। মা-ই ফাইজাকে নিয়ে প্রতি মাসে

হাসপাতালে যান রক্ত দিতে। বড় মেয়েও শারীরিক প্রতিবন্ধী। বাবা বিদেশ থেকে যা খরচ পাঠান, তা দিয়ে সংসার চালানোই যেখানে দায়, সেখানে দুই মেয়ের চিকিৎসা করানো দুষ্কর।

বিজ্ঞাপন

সেই ছোট্ট ফাইজা এখন অনেক বড়। ১৩ বছর বয়সী। স্বপ্ন সাংবাদিক হওয়ার। থ্যালাসেমিয়া রোগী হিসেবে অনেকটা পথ পার করেছে সে। চায় আরও বহুদূর যেতে।

চার বছর বয়সী হোসেন। সবার খুব আদুরে। কিন্তু প্রতি মাসে তাকে কেন হাসপাতালে যেতে হয় সে বোঝে না। বোঝার বয়সও হয়নি। কিন্তু সে জানে, হাসপাতালে গেলেই তার হাতে সুঁই দেওয়া হবে, আর সেটা সে অনেক ভয় পায়। তাই তো হাসপাতালে যাওয়ার সময় আসলেই তার কান্না শুরু হয়।

ছোট একটা কাপড়ের ব্যবসা করেন হোসেনের বাবা ফারুক সাহেব। তা দিয়ে সংসারে খরচ চালিয়ে হোসেনের চিকিৎসা করানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তিনি বলেন, ‘আমাদের পক্ষে হোসেনের চিকিৎসার খরচ বহন করা কখনই সম্ভব হতো না যদি বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন সাহায্যের হাত এগিয়ে না দিত।’

ফাইজা আর হোসেনের মতো এমন অনেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি ৩৯৫ জন রোগীকে জাকাত ফান্ড থেকে সারা বছর চিকিৎসা দিয়েছে। এ ছাড়া ১১৮ জন রোগীকে স্পনসরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিনা মূল্যে এবং ১৪৬৩ জন রোগীকে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করেছে। এ বছর ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ৫০০ জন নতুন রোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা দেওয়া। বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগকে সহায়তা করছে প্রথম আলো।

এই পবিত্র রমজান মাসে আপনার জাকাতের টাকা ফাউন্ডেশনে দান করে এই কোমল শিশুদের পাশে দাঁড়ান।
১) ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নাম : বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন (জাকাত ফান্ড)
- অ্যাকাউন্ট নং : 1081100037703, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা
- অ্যাকাউন্ট নং : 01130994802, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, গুলশান শাখা, ঢাকা
- অ্যাকাউন্ট নং : 1007276293001, আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, শান্তিনগর শাখা, ঢাকা
- অন্যান্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্টের তালিকা : www.thals.org/banks

২) মোবাইল ব্যাংকিং (মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট) :
- বিকাশ/নগদ : ০১৭২৯২৮৪২৫৭
- রকেট : ০১৭২৯২৮৪২৫৭১
(মেনু থেকে ‘পেমেন্ট’ অপশন ব্যবহার করুন। কাউন্টার নম্বরে ‘0’ দিন)
অনলাইনে ভিসা, মাস্টারকার্ড ও আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ডের মাধ্যমে দান করতে এবং জাকাত ফান্ড সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন- www.thals.org/zakat- for- life

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২২ প্রথম আলো